দৈনিক ইনকিলাব 040

তারিখ 11 FEB 1987
পৃঃ 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি

বাংলাদেশের তথা এই উপমহাদেশের মুসলমানদের যে প্রাণের দাবী ১৯২১ সালের পর থেকে পুঞ্জিভূত হতে হতে ক্রমান্বয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলো, সুদীর্ঘ প্রায় ৬০ বছর পর তা প্রকৃতই স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। আর তা হলো দেশের একমাত্র আদর্শ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইসলামী বিশ্ববদ্যালয়। মূলতঃ গত ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষা বছর থেকে এটি কার্যকরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপায়িত হয়েছে। এর মধ্যে এখানে সাত মাস ক্লাস হয়ে গেছে এবং দু'টি 'মিডটার্ম' পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মতো এখানে সন্ত্রাস, ধর্মঘট, মিছিল, ইত্যাদির কারণে একদিনও ক্লাস বন্ধ থাকেনি। উল্লেখ্য, আগামী এপ্রিল মাসে এখানে ১ম বর্ষ (সম্মান), সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এখানকার সিলেবাস উন্নত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। এখানকার ছাত্ররা সবাই ন্যূনতম পাঁচ পয়েন্টধারী এবং সবাই মেধাবী। কুরআর ও সুন্নাহর আলোকে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই নির্ধারিত সময়ে অনার্স ও মাস্টার ডিগ্রী প্রদান করে আদর্শ এবং চরিত্রবান নাগরিক সৃষ্টি এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্যেই গত ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষা বছরে এখানে ব্যবস্থাপনা, হিসাব বিজ্ঞান, কুরআন ও তাওহীদ এই চারটি বিভাগে— প্রতি বিভাগে ৭৫ জন করে সর্বমোট ৩০০ ছাত্র ভর্তি করা হয়েছিলো। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি এ বছর হঠাৎ করেই কর্তৃপক্ষ আসনসংখ্যা কমিয়ে ২২০টিতে এনেছে। অর্থাৎ প্রতি বিষয়ে ২০টি আসন কমানো হয়েছে। এর ফলে গত বছর যেখানে কলেজ থেকে আগত ছাত্রদের জন্য ব্যবস্থাপনা ও হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে ৯০টি আসন নির্ধারিত ছিলো। এ বছর তা কমিয়ে ৬০টি করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এখানে কুরআন ও তাওহীদ বিভাগ দু'টো শুধুমাত্র মাদ্রাসা থেকে আগত ছাত্রদের জন্য। সেখানে কলেজ ছাত্রদের কোন সুযোগ নেই, তার উপর আবার ব্যবস্থাপনা ও হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের প্রায় অর্ধেক আসনই মাদ্রাসা ছাত্রদের জন্য। অথচ দেশের কলেজ ছাত্রদেরও কুরআন এবং সুন্নাহর ভিত্তিতে পড়াশুনা করার অধিকার রয়েছে। এবং এ ভিত্তিতে অর্থাৎ ইসলামের আলোকে তাদেরকে পড়াশুনার সুযোগ দেয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। তাছাড়া প্রতি বছর হাজার হাজার কলেজ ছাত্র কৃতিত্বের সাথে পাস করেও কোথাও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায় না। তুলনামূলকভাবে মাদ্রাসা থেকে এত বেশী ছাত্র বের হয় না। সুতরাং মানবিক কারণেও কলেজ ছাত্রদের নির্ধারিত আসন সংখ্যা কমানো উচিত নয় বরং বাড়ানোই উচিত। কাজেই কর্তৃপক্ষের এই আকস্মিক সিদ্ধান্ত একেবারেই অযৌক্তিক। যেখানে বর্তমানে ভর্তি সংকটের জন্য দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আসন সংখ্যা বাড়ানো ও নাইট শিফট চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। কাজেই, বর্তমানে শিক্ষা সংকট এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক অবক্ষয়ের জন্য দেশের একমাত্র আদর্শ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা কামানোর পূর্বে বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখার জন্য এবং কলেজ ছাত্রদের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ না করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি।

—আবদুল্লাহ আল হারুন